সংক্ষিপ্তসার

সরকারের ক্ষমতাগুলিকে তিনভাগে বিভক্ত করার প্রয়োজনীয়তা প্রাচীন কালের লেখকগণও অনুভব করিয়াছিলেন। ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধান তত্ত্বটিকে মূলনীতি হিসাবে প্রথম বিবেচনা করেন মন্টেস্কু (Montesquieu)। ম্যাডিসনও বলেন যে একই হাতে আইন প্রণয়ন, পরিচালন, এবং বিচার বিভাগীয় ক্ষমতা ন্যস্ত হওয়াই হইল স্বৈরতন্ত্রের প্রকৃত সংজ্ঞা। ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্য-বিধানের পক্ষে প্রধান যুক্তি হইল, ইহাতে নাগরিকদের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ থাকে এবং সরকারের কর্মকুশলতাও বাড়িয়া যায়। গ্রেট বৃটেনে এই নীতি কার্যকরী হয় নাই। আমেরিকায় কিছু পরিমাণে সরকারের ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধান নীতি কার্যকরী হইয়াছে; সম্পূর্ণ পরিমাণে হয় নাই। ভারতের শাসনতন্ত্রেও সরকারের ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধান নীতি কার্যকরী হয় নাই। সরকারের ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধান নীতির বিপক্ষে বলা যাইতে পারে যে ইহাতে সরকারের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়া থাকে না। অথচ, শাসনব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে কাজ করিতে হইলে সরকারের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়ার প্রয়োজনীয়তা আছে। তাহা ছাড়া, ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধান না হইলে যে ব্যক্তিস্বাধীনতা সুরক্ষিত থাকিবে না, তাহা নহে। বৃটেনের শাসন-তন্ত্রে ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধান হয় নাই, অথচ বৃটেনের নাগরিকগণ পৃথিবীর যে কোন দেশের নাগরিকগণ অপেক্ষা বেশী স্বাধীনতা ভোগ করেন। তবে বিচার বিভাগের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা থাকা দরকার। শাসন পরিচালন বিভাগ এবং আইন প্রণয়ন বিভাগের উপর বিচার বিভাগকে কখনই নির্ভরশীল করিয়া রাখা উচিত নয়।

Scanned with CamScanner